কলকাতা উচ্চ আদালত
দেওয়ানী আবেদন এক্তিয়ার
(আপীল বিভাগ)

উপস্থিতঃ
মহামান্য বিচারপতি ভি. এম. ভেলুমানি
এবং
মহামান্য বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়

২০১৭ সালের এমএটি ১০১৪
জিতেন্দ্র প্রসাদ
বনাম
ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্যরা

আপিলকারীর জন্যঃ শ্রী প্রতীক মজুমদার

উত্তরদাতাদের জন্যঃ শ্রী অশোক কুমার চক্রবর্তী

শুনানি শেষ হয়েছেঃ ১৭/১০/২০২৩

রায়ঃ ১৯/১০/২০২৩

বিচারপতি ভি. এম. ভেলুমানি-

১. আপিলকারীর দায়ের করা WP 15724(W) 2013 সালের প্রদত্ত 16 মে, 2017 তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে বর্তমান আপিল দায়ের করা হচ্ছে।

2. আপিলকারীর মতে, তিনি 2রা জুন, 1977 তারিখে পূর্ব রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীতে (সংক্ষেপে, 'RPF') তফসিলি উপজাতি বিভাগে কনস্টেবল হিসেবে নিযুক্ত হন। আপিলকারীকে হেড কনস্টেবল, সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর এবং সাব-ইন্সপেক্টর হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। প্রাথমিক নিয়োগের সময় এবং প্রতিটি পদোন্নতির সময়, আপিলকারীর দ্বারা উপস্থাপিত বর্ণ শংসাপত্র যাচাই করা হয়েছিল এবং এর সত্যতা নিয়ে কখনও বিতর্ক করা হয়নি।

৩. যদিও, ২১শে ডিসেম্বর, ২০১০ তারিখে, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে একটি চার্জশিট জারি করা হয় যেখানে তিনি অভিযোগ করেন যে তিনি অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত থাকার জাল / নকল সার্টিফিকেট প্রদান করে রেল প্রশাসনকে বিভ্রান্ত ও প্রতারণা করেছেন এবং জালিয়াতির মাধ্যমে সংরক্ষণের সুবিধা গ্রহণ করেছেন। আপিলকারীর দাখিল করা ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয়ে, গৃহ তদন্ত পরিচালিত হয়। গৃহ তদন্তে, বিবাদী সাতজন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং আপিলকারী তাদের জেরা করেন। তদন্ত কর্মকর্তা, তার সামনে উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে, একটি প্রতিবেদন দেন যে, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। ২১শে জানুয়ারী, ২০১২ তারিখের আদেশে, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ আপিলকারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে। আপিলকারীর দায়ের করা আপিল এবং পুনর্বিবেচনাও খারিজ করা হয়।

৪. শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ, আপিল কর্তৃপক্ষ এবং সংশোধন কর্তৃপক্ষের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, আপিলকারী ২০১৩ সালের রিট পিটিশন নং ১৫৭২৪(ডব্লিউ) দায়ের করেছেন।

<u>বিজ্ঞ একক বিচারকের সামনে আপিলকারীর মামলা:</u>

৫. বিজ্ঞ একক বিচারকের সামনে আপিলকারী যুক্তি দিয়েছিলেন যে:

(i) রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী বিধিমালা, ১৯৮৭ এর তফসিল III অনুসারে, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী উপ মুখ্য সিকিউরিটি কমিশনারের আপিলকারীকে বরখাস্ত করার এখতিয়ার এবং ক্ষমতা ছিল না।

(ii) অতিরিক্ত প্রধান নিরাপত্তা কমিশনার আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করতে পারতেন না কারণ অতিরিক্ত প্রধান নিরাপত্তা কমিশনার এবং উপ-প্রধান নিরাপত্তা কমিশনারের পদগুলি সমান্তরাল এবং সমন্বিত পদ।

(iii) মূলত, মাত্র তিনজন সাক্ষীর উল্লেখ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে, তদন্ত কর্মকর্তা রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী বিধিমালা, ১৯৮৭-এর নিয়ম ১৫৩.১৭ লঙঘন করে অতিরিক্ত চারজন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছিলেন। তদন্ত কর্মকর্তা উক্ত বিধিমালাটির বিপরীতে অতিরিক্ত চারজন সাক্ষীকে পরীক্ষা করার কারণ নথিভুক্ত করেননি যা পুরো কার্যধারাকে কলুষিত করেছিল।

(iv) প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারী, সহকারী নিরাপত্তা আধিকারিককে পি. ডব্লিউ. ৭ হিসাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল। তদন্ত আধিকারিক ছিলেন প্রকৃত অভিযোগকারীর চেয়ে নিম্ন পদমর্যাদার একজন পরিদর্শক। পি. ডব্লিউ. ৭ এবং তদন্ত আধিকারিক আবেদনকারীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট।

(v) উত্তরদাতা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে (এডিএম) পরীক্ষা করেননি, যিনি আপিলকারীকে তফসিলি বর্ণের শংসাপত্র জারি করেছিলেন।

(vi) অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায় বিভাগ শুধুমাত্র ১৯৯২ সালের ১৬ই নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং ১৯৯৩ সালের ২৫৪ই এপ্রিল থেকে জাতীয় অনগ্রসর শ্রেণী কমিশনের আইন অনুযায়ী অস্তিত্ব লাভ করে।আপিলকারী, অন্য কোনও অনগ্রসর শ্রেণী সম্প্রদায় ছিল না।

(vii) অতিরিক্ত সাক্ষীদের মধ্যে একজন আইন বিশেষজ্ঞ ছিলেন।পরিস্থিতি, তদন্ত কর্মকর্তা ভুলভাবে প্রতিরক্ষা বন্ধুর সহায়তার জন্য আপিলকারীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন। রেল সুরক্ষা বাহিনী বিধিমালা, ১৯৮৭-এর নিয়ম ১৫৩.৮ অনুসারে আপিলকারী প্রতিরক্ষা বন্ধুর অধিকারী। আপিলকারীর প্রত্যাখ্যান স্বেচ্ছাচারী এবং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার নীতির লঙ্ঘন।

৬. উপরের বিতর্ক ছাড়াও, শিক্ষিত পরামর্শদাতা আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত হওয়া নিম্নলিখিত রায়ের উপর নির্ভর করেঃ

(i) (২০১৩) ১৬ এস. সি. সি ৫২৬ (শালিনী বনাম নিউ ইংলিশ হাই স্কুল অ্যাসোসিয়েশন)

(ii) (২০১২) ৮ এস. সি. সি ৪৩০ (কবিতা সলুঙ্কে বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য)

(iii) (২০১২) ১ এস. সি. সি ৫৪৯ (দাত্তু **এস/ও নামদেব ঠাকুর বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য)**

(iv) এআইআর ২০১৫ এস. সি. ৩০২৪ (রাজেশ্বর বাবুরাও হাড় বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য)

(v) (২০০১) ১ এস. সি. সি ৪ (মহারাষ্ট্র রাজ্য বনাম মিলিন্দ)

(vi) ১৯৮৩ (১) সি. এল. জে ৮ (আনন্দরাম জিয়ান্দ্রাই বাসওয়ানি বনাম ইউনিয়ন ভারতের)

(vii) এ. আই. আর ১৯৮৩ এস. সি ১০৯ (বন্দরের ট্রাস্টি বোর্ড বোম্বে বনাম দিলীপ কুমার রাঘবেন্দ্রনাথ নাদকর্ণী)

(viii) ২০১৩ (৩) সিএলজে ৩৫৭ (মনোতোষ কান্তি দাস বনাম ইউনিয়ন অফ ভারত)

<u>বিদ্বান একক বিচারকের সামনে উত্তরদাতার মামলাঃ</u>

৭. উত্তরদাতা আবেদনকারীর দাবির বিরোধিতা করেন এবং জমা দিয়েছেন যেঃ

(i) অভ্যন্তরীণ তদন্তের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা সীমিত। যদি তদন্ত প্রতিবেদন এবং শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের আদেশ কিছু প্রমাণের উপর ভিত্তি করে হয়, তবে আদালত হস্তক্ষেপ করবে না।   এর অভিযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য রেকর্ডে পর্যাপ্ত প্রমাণ ছিল।জালিয়াতি অনুশীলন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সুরক্ষিত করা।

(ii) আপিলকারী কোনও আপত্তি উত্থাপন করেননি যে নিয়ম ১৫৩.১৭ তদন্ত কর্মকর্তা, শৃঙ্খলা, আপিল এবং সংশোধন কর্তৃপক্ষের সামনে লঙ্ঘন করা হয়েছিল। আপিলকারী ছিলেন সমস্ত সাক্ষীদের জেরা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

(iii) এই যুক্তি যে তদন্ত কর্মকর্তা পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারেন যেহেতু প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারী পি. ডব্লিউ. ৭ তাঁর থেকে উচ্চতর পদে ছিলেন, তাই আবেদনকারী তদন্ত আধিকারিকের সামনে এই ধরনের যুক্তি উত্থাপন করেননি এবং তদন্ত আধিকারিকের পরিবর্তন চান নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদনকারীর উপর নির্ভর করা আনন্দরাম জিয়ান্দ্রাই বাসওয়ানির (উপরোক্ত) রায় বর্তমান মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় কারণ শুল্ক ম্যানুয়ালে এবং শুল্ক নিয়মাবলীতে যথেষ্ট নিয়ম ছিল।অভিযুক্ত অফিসার তদন্ত অফিসারের পরিবর্তন চেয়েছিলেন।

(iv) রেল সুরক্ষা বাহিনী বিধিমালার তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী,১৯৮৭, ডেপুটি চিফ সিকিউরিটি কমিশনারের   হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ এবং বরখাস্তের আদেশ পাস করে।

(v) প্রাথমিকভাবে, আপিলকারী প্রতিরক্ষা সহকারী চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে, ৩০শে এপ্রিল, ২০১১ তারিখের চিঠির মাধ্যমে, তদন্ত কর্মকর্তাকে জানিয়েছিলেন যে তিনি নিজেই অভ্যন্তরীণ তদন্তে তাঁর মামলা পরিচালনা করবেন। আপিলকারী এই বিষয়টি গোপন করেছিলেন।

(vi) আবেদনকারী জালিয়াতি অনুশীলন করে কর্মসংস্থানের সুবিধা অর্জন করেছেন। জালিয়াতি সবকিছু উন্মোচন করে।

৮. তার যুক্তির সমর্থনে, বিদ্বান পরামর্শদাতা উত্তরদাতা নিম্নলিখিত রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেনঃ

(i) (১৯৯৫) ৬ এস. সি. সি. ৭৫০ (ভারত বনাম বি. সি. চতুর্বেদী)

(ii) (২০০০) ১ এস. সি. সি ৪১৬ (বোম্বে হাইকোর্টের বিচার বিভাগ বনাম শশীকান্ত এস. পাতিল)

(iii) (২০১১) ৪ এস. সি. সি ৫৮৪ (স্টেট ব্যাঙ্ক অফ বিকানের এবং জয়পুর বনাম নেমি চাঁদ নালওয়া)

(iv) ২০০২ সালের আপিল (সি) নং ৩৯৬৪ (ডি. জি. রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী ও অন্যান্য বনাম কে. রঘুরাম বাবু) ২০০৮ সালের ৩ মার্চ তারিখে সুপ্রিম কোর্টের রায় গৃহীত হয়।

(v) (২০০৩) ৮ এস. সি. সি ৩১১ (রাম প্রীতি যাদব বনাম ইউ. পি. বোর্ড অফ হাই স্কুল এবং ইন্টারমিডিয়েট এডুকেশন)

(vi) (২০১১) ১৫ এস. সি. সি ১১১ (জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ বনাম মৃত্যুঞ্জয় দাস)

(vii) (২০১৩) ১৬ এস. সি. সি ৫২৬ (শালিনী বনাম নিউ ইংলিশ হাই স্কুল অ্যাসোসিয়েশন)

<u>শিক্ষিত একক বিচারকের সন্ধানঃ</u>

৯, যুক্তি, বিতর্কের উপর ভিত্তি করে শিক্ষিত একক বিচারক এবং পক্ষগুলির দ্বারা নির্ভরশীল রায়গুলি, সাতটি বিষয় অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছেঃ

i. আবেদনকারীর যুক্তি অনুসারে বরখাস্তের আদেশ পাস করার জন্য শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারের অভাব ছিল কি?

ii. আবেদনকারীর যুক্তি অনুযায়ী আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করা অতিরিক্ত প্রধান নিরাপত্তা কমিশনারের পক্ষে অযোগ্য ছিল কি না?

iii. আবেদনকারীর যুক্তি অনুযায়ী আর. পি. এফ বিধি, ১৯৮৭-এর নিয়ম ১৫৩.১৭ লঙ্ঘন হয়েছে কি না?

iv. তদন্ত আধিকারিকের আবেদনকারীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের প্রকৃত সম্ভাবনা ছিল কি না, যেমন তাঁর পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল?

v. যে এডিএম তফসিলি বর্ণের শংসাপত্র জারি করেছিলেন, তাঁর পরীক্ষা না নেওয়া আবেদনকারীর পক্ষ থেকে অনুরোধ করা তদন্তের প্রক্রিয়াকে কলুষিত করেছে কি?

vi. আবেদনকারীর দাবি অনুযায়ী, নিজেকে রক্ষা করতে সহায়তার জন্য আবেদনকারীর অনুরোধ মঞ্জুর না হওয়ার কারণে তদন্তের কার্যক্রমটি কলুষিত হয়েছিল কিনা?

vii. অন্য কোনও ভিত্তি আছে কি যার ভিত্তিতে চ্যালেঞ্জের অধীনে থাকা আদেশগুলিতে হস্তক্ষেপ করা উচিত?

১০. উপরোক্ত সাতটি বিষয় বিবেচনা করার পর, বিজ্ঞ একক বিচারক ১৬ই মে, ২০১৭ তারিখের আদেশে রিট আবেদনটি খারিজ করে দেন।

১১. খারিজের উক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, আপিলকারী বর্তমান আপিল দায়ের করেছেন।

১২. আপিলকারী রিট আবেদনে বর্ণিত বিভিন্ন যুক্তি উত্থাপন করেছেন এবং আপিলের উত্থাপিত যুক্তিগুলি উল্লেখ করেছেন এবং আরও যুক্তি দিয়েছেন যে:

i. শিক্ষিত একক বিচারক আবেদনকারীর তফসিলি উপজাতির অবস্থা সম্পর্কিত কোনও সমস্যা তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

ii. পণ্ডিত একক বিচারক ১৯৭৬ সালে আপিলকারীকে তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের শংসাপত্র জারি করা হয়েছিল তা বিবেচনা করতে ব্যর্থ হন যেখানে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী সম্প্রদায় ১৯৯২ সালে মহামান্য শীর্ষ আদালতের রায় অনুসারে অস্তিত্ব লাভ করে। অনগ্রসর শ্রেণী সম্প্রদায় অধ্যাদেশ এবং আইন পরবর্তীকালে ২২৪ এপ্রিল, ১৯৯৩ থেকে কার্যকর হয়।

Iii. তফসিলি উপজাতি শংসাপত্রের সত্যতা শুধুমাত্র বিশেষ সংস্থাগুলি দ্বারা নির্ধারণ করা যেতে পারে কারণ বিশেষ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত জাতি তদন্ত কমিটি। নিয়োগকর্তার কোনও এখতিয়ার বা ক্ষমতা নেই তফসিলি উপজাতি শংসাপত্রের সূক্ষ্মতা এবং কর্মচারী তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কিনা তা নির্ধারণ করার।

Iv. আবেদনকারীর দ্বারা উপস্থাপিত তফসিলি উপজাতি শংসাপত্রের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য ব্যক্তি হলেন এডিএম যিনি উক্ত শংসাপত্রটি জারি করেছিলেন। শংসাপত্রটি জারি করা এডিএমকে পরীক্ষা করতে ব্যর্থতা মামলার জন্য মারাত্মক। উপরের তথ্যগুলি বিবেচনা না করে বিজ্ঞ একক বিচারক

ভুলভাবে বলা হয়েছে যে উত্তরদাতা অন্যান্য সাক্ষীদের পরীক্ষা করে শংসাপত্রের জালিয়াতির অভিযোগ প্রমাণ করেছেন।

v. বিজ্ঞ একক বিচারক বিবেচনা করতে ব্যর্থ হন যে আপিলকারী ১৯৭৬ সালে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ৩৪ বছর চাকরিতে প্রবেশের পর ২০১১ সালে তাকে চার্জ মেমো জারি করা হয়েছিল। মধ্যবর্তী সময়ে, আপিলকারীকে প্রধান কনস্টেবল, সহকারী উপ-পরিদর্শক এবং উপ-পরিদর্শক হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। পদোন্নতির প্রতিটি সময়, কমিউনিটি সার্টিফিকেটের সত্যতা যাচাই করা হয়েছিল এবং তা আসল বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

vi. বিজ্ঞ একক বিচারক বিবেচনা করতে ব্যর্থ হন যে আপিলকারী চাকরিতে ধারাবাহিকতা সহ ইতিমধ্যেই অর্জিত সুবিধাগুলি পাওয়ার অধিকারী, তবে সংরক্ষণের কোনও সুবিধা পাওয়ার অধিকারী নন।

vii. বিজ্ঞ আইনজীবী তার যুক্তির সমর্থনে, বিজ্ঞ একক বিচারকের সামনে নির্ভরযোগ্য নিম্নলিখিত দুটি রায়ের উপর নির্ভর করেছেন:

i .(২০১২) ১ এস. সি. সি ৫৪৯ (দাতু এস/ও নামদেব ঠাকুর বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য)-অনুচ্ছেদ ৩,৪,৫ এবং ৯

ii. এআইআর ২০১৫ এস. সি. ৩০২৪ (রাজেশ্বর বাবুরাও বনে বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য)-অনুচ্ছেদ ১৩ এবং ১৪

১৪. বিজ্ঞ অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল উপস্থিত হন উত্তরদাতা যুক্তি দেখান যে আপিলকারীর দ্বারা উত্থাপিত ভিত্তিগুলি হল যোগ্যতা ছাড়াই এবং গ্রহণযোগ্য নয়। কোন দুর্বলতা নেই, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের আদেশে বিকৃতি, আপিল কর্তৃপক্ষ এবং সংশোধনমূলক কর্তৃপক্ষ। সম্পূর্ণ অংশগ্রহণের পর

তদন্ত কার্যধারা, এখন আপিলকারীর পক্ষে এটি উত্থাপন করার সুযোগ নেই যে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের কোনও এখতিয়ার নেই। শিক্ষিত একক বিচারক আপিলকারীর প্রতিটি যুক্তি বিবেচনা করেছেন এবং যুক্তিসঙ্গত ও বৈধ কারণ দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আপিলকারী বিদ্বান একক বিচারকের বিতর্কিত আদেশ বাতিল করার জন্য কোনও মামলা করেননি।

১৩ (ক). যতদূর পর্যন্ত আবেদনকারীর দ্বারা উপস্থাপিত সম্প্রদায় শংসাপত্রের সত্যতা যাচাইকরণ বিবেচনা করা হয়, যখন উত্তরদাতা জালিয়াতি এবং জালিয়াতি সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন, তখন উত্তরদাতা চার্জ মেমো জারি করেছিলেন এবং ঘরোয়া তদন্ত পরিচালনা করেছিলেন। সাতজন সাক্ষীকে পরীক্ষা করে প্রমাণ দিয়ে উত্তরদাতা প্রমাণ করেছিলেন যে আবেদনকারীর দ্বারা উপস্থাপিত সম্প্রদায় শংসাপত্রটি জাল এবং আবেদনকারী জালিয়াতি করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছিলেন। যদিও উত্তরদাতা সম্প্রদায় শংসাপত্র জারি করা এডিএমকে পরীক্ষা করতে পারেননি, অন্যান্য সাক্ষীদের পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছিলেন যে আবেদনকারীর দ্বারা উপস্থাপিত সম্প্রদায় শংসাপত্রটি জাল ছিল।আবেদনকারী কোনও পর্যায়ে উত্তরদাতার দ্বারা অনুসরণ করা পদ্ধতিতে আপত্তি করেননি এবং এখন এই পর্যায়ে বিষয়টি উত্থাপন করার জন্য আবেদনকারীর পক্ষে উন্মুক্ত নয়। আবেদনকারী জাল সম্প্রদায় শংসাপত্র এবং জালিয়াতির মাধ্যমে তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন। আবেদনকারী উপার্জিত সুবিধা উপভোগ করার অধিকারী নন এবং চাকরিতে থাকার জন্য সুরক্ষার অধিকারী নন। বরখাস্ত বৈধ এবং আপিল খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করা হয়।

১৪. আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি এবং উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলের কথা শুনুন এবং রেকর্ডে থাকা সমস্ত উপকরণ পর্যবেক্ষণ করুন।

১৫. নথি থেকে দেখা যায় যে, আবেদনকারীকে ১৯৯৭ সালের ২ '৪ জুন পূর্ব রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীতে তফসিলি উপজাতি কোটার অধীনে কনস্টেবল হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। আবেদনকারীর মতে, তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা একটি শংসাপত্র এবং স্কলার রেজিস্টারের অনুলিপি এবং স্থানান্তর শংসাপত্র ফর্ম জমা দিয়েছিলেন।

১৬. প্রত্যর্থী উক্ত নথিগুলি যাচাই করেছেন এবং এর সত্যতা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে আবেদনকারীকে কনস্টেবল হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। আবেদনকারীকে তার ৩৪ বছরের কর্মজীবনে হেড কনস্টেবল, সহকারী উপ-পরিদর্শক এবং উপ-পরিদর্শক হিসাবে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যর্থী, কেবল সম্প্রদায় শংসাপত্রের সত্যতা যাচাই করার পরে, উপরের তিনটি পদোন্নতি দিয়েছিলেন। এটি লক্ষ্য করা প্রাসঙ্গিক যে উপরের যুক্তিগুলি আজ অবধি প্রত্যর্থী দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত রয়েছে।

১৭. উত্তরদাতা ২১-৮ ডিসেম্বর তারিখে একটি চার্জশিট জারি করেন, ২০১০ নিম্নলিখিত চার্জ ধারণ করেঃ

"অভিযোগ

শ্রী জিতেন্দ্র প্রসাদ আর. পি. এফ পোস্ট/বি. ডব্লিউ. এন-এ সাব-ইন্সপেক্টর হিসাবে নিযুক্ত, যিনি 'কুমার' সম্প্রদায়ের 'অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী' (ও. বি. সি)-র অন্তর্ভুক্ত, তিনি 'তফসিলি উপজাতি' সম্প্রদায়ের জাল শংসাপত্র জমা দিয়ে রেল প্রশাসনকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করেছিলেন এবং জালিয়াতি করে সংরক্ষণের সুবিধা নিয়েছিলেন

আর. পি. এফ-এ রক্ষক হিসাবে তাঁর নিয়োগের জন্য 'তফসিলি উপজাতি' বিভাগের অধীনে।

অতএব, তিনি আর. পি. এফ বিধি, ১৯৮৭-এর বিধি (ডব্লিউ. ডব্লিউ)-এ উল্লিখিত বিধানগুলি লঙ্ঘন করেছেন।

১৮. উপরের অভিযোগগুলি পড়ে দেখা যায় যে, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি হল,

(i) তিনি ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত কুমরি সম্প্রদায়ের।

(ii) তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের বলে দাবি করে জাল শংসাপত্র তৈরি করেছিলেন এবং রেল প্রশাসনকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করেছিলেন।

১৯. আবেদনকারী ১৯৭৬ সালে একটি সম্প্রদায় শংসাপত্র পেশ করেছিলেন, যা তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়, খারওয়ার সম্প্রদায়ের বলে দাবি করে। আবেদনকারীর মতে, উক্ত সম্প্রদায় শংসাপত্রটি সংশ্লিষ্ট এডিএম দ্বারা জারি করা হয়েছিল যার এখতিয়ার এবং উপরোক্ত শংসাপত্র জারি করার ক্ষমতা রয়েছে।

২০. উপরের আবেদনকারীকে জারি করা চার্জশিট থেকে দেখা যায় যে, উত্তরদাতা অভিযোগ করেছেন যে আবেদনকারী "জাল শংসাপত্র" তৈরি করেছেন।যে সংস্থার তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের শংসাপত্রের সত্যতা নির্ধারণের এখতিয়ার ও ক্ষমতা রয়েছে, সেই সংস্থাটি আর সমন্বিত নয়। কুমারী মাধুরী পাটিল এবং আরেকজন বনাম অতিরিক্ত কমিশনার, উপজাতি উন্নয়ন এবং অন্যান্যদের থেকে শুরু করে (১৯৯৪) ৬ এস. সি. সি ২৪১-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি শংসাপত্রের সত্যতা সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি মামলা বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এবং বিভিন্ন হাইকোর্ট। সমস্ত আদালত ধারাবাহিকভাবে বলে আসছে যে

সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কেবলমাত্র জাতি তদন্ত কমিটির কোনও কর্মচারীর দ্বারা উপস্থাপিত সম্প্রদায় শংসাপত্রের সত্যতা যাচাই করার এখতিয়ার এবং ক্ষমতা রয়েছে। কেবলমাত্র তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায় সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান থাকা ব্যক্তিদের কমিটির সদস্য হিসাবে নিয়োগ করা হয়। কমিটির সদস্যদের মধ্যে একজন হিসাবে একজন নৃতত্ত্ববিদও রয়েছেন। সম্প্রদায় শংসাপত্রের সত্যতা যাচাই করার জন্য বিস্তৃত পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়। একটি নজরদারি তদন্তের আদেশ দেওয়া হয় এবং কর্মচারী যেখানে থাকেন এবং/অথবা তার জন্মস্থান এলাকায় তদন্ত করা হয়। কর্মচারীর আত্মীয়দের জিজ্ঞাসা করা হয় এবং বিবৃতি রেকর্ড করা হয়।কর্মচারীকে তদন্ত প্রতিবেদনের বিরোধিতা করার এবং নথিগুলি বিশেষত তার বাবা-মা, ভাই, বোন এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সম্প্রদায়ের শংসাপত্রগুলি উপস্থাপন করার সুযোগ দেওয়া হয়। কেবলমাত্র বিবেচনা করা পদ্ধতি অনুসরণ করার পরে, কর্মচারীর দ্বারা উপস্থাপিত তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি শংসাপত্রটি আসল নাকি জাল এবং কর্মচারী তার দাবি অনুসারে তফসিলি জাতি বা তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কিনা তার ভিত্তিতে তদন্ত কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়। নিয়োগকর্তা/কর্মচারীর যদি ক্ষুব্ধ হন তবে রিট পিটিশনের মাধ্যমে সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার রয়েছে।

২১. বর্তমান ক্ষেত্রে, যখন আপিলকারীর দ্বারা উপস্থাপিত সার্টিফিকেটটি জাল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল, তখন বিবাদীর উচিত ছিল বিষয়টি জাতি যাচাই কমিটির কাছে পাঠানো।

পরিবর্তে, বিবাদী পক্ষ পূর্বনির্ধারিত ধারণার উপর ভিত্তি করে নিজস্ব তদন্ত পরিচালনা করে যে আপিলকারীর দ্বারা প্রদত্ত তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের শংসাপত্রটি জাল। যদি না বিশেষ ব্যক্তি এবং নৃবিজ্ঞানী যাদের নির্দিষ্ট তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায় সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে তারা আপিলকারীর দাবি যাচাই করেন যে তিনি তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের শংসাপত্রের সত্যতা পরীক্ষা করেন, তাহলে নিয়োগকর্তা উক্ত বিষয়টির সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। গার্হস্থ্য তদন্তে পরীক্ষা করা সাতজন ব্যক্তি আপিলকারীর দ্বারা প্রদত্ত তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের শংসাপত্রটি জাল প্রমাণ করার জন্য যোগ্য ব্যক্তি নন।

২২. উপরন্তু, যে এডিএম আবেদনকারীকে তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের শংসাপত্র জারি করেছিলেন, সেই এডিএমকে উত্তরদাতা পরীক্ষা করেননি। কোনও সন্দেহ নেই, এটি সত্য যে যথেষ্ট সময়, অর্থাৎ ৩৪ বছর কেটে গেছে এবং এটি সন্দেহজনক যে উক্ত এডিএম একই পদে বা এমনকি চাকরিতে রয়েছেন কিনা। উত্তরদাতার এডিএম অফিসের কোনও দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে পরীক্ষা করা উচিত ছিল প্রমাণ করার জন্য যে উক্ত শংসাপত্রটি তাদের অফিস থেকে জারি করা হয়েছিল কিনা এবং খারওয়ার সম্প্রদায় দেওরিয়া, বালিয়া, গাজিপুর, বারাণসী এবং সোনভদ্র জেলার তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায় কিনা।

২৩। প্রতিবাদী কর্তৃপক্ষ ব্যাখ্যা করেনি যে কেন তারা ২১শে ডিসেম্বর, ২০১০ তারিখে চার্জ মেমো জারি করেছে। যখন আপিলকারীকে ২৭৪ই জুন, ১৯৭৭ তারিখে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এটা অবিশ্বাস্য যে, প্রত্যর্থী যাচাই না করে এবং সম্প্রদায়ের সত্যতা নিয়ে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনবার আপিলকারীকে পদোন্নতি দিয়েছেন।আবেদনকারীর দ্বারা প্রদত্ত শংসাপত্র জারি করা চার্জশিট

আপিলকারীর তারিখ ২১শে ডিসেম্বর, ২০১০, যার ফলস্বরূপ উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কার্যধারা এবং আদেশগুলি অবৈধ এবং এখতিয়ারবিহীন। আপিলকারীকে এডিএম দ্বারা জারি করা তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের শংসাপত্র জমা দেওয়ার জন্য ১৯৭৭ সালের ২২৪শে জুন তপশিলি উপজাতি সংরক্ষিত পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। উপরে বর্ণিত চার্জশিট জারি না হওয়া পর্যন্ত, তিনি তাঁর বর্ণের অবস্থা সম্পর্কে কোনও সমস্যার মুখোমুখি হননি। প্রকৃতপক্ষে, তাকে তিনটি পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। যখন উত্তরদাতা ২০১০ সালে একটি অভিযোগ পেয়েছিলেন বা আবেদনকারীর দ্বারা উপস্থাপিত বর্ণ শংসাপত্র জাল হয়, তখন তাদের বিষয়টি বর্ণ তদন্ত কমিটির কাছে প্রেরণ করা উচিত ছিল যাতে এর সত্যতা খুঁজে বের করা যায়। শালিনী বনাম নিউ ইংলিশ হাই স্কুল অ্যাসোসিয়েশনের (উপরে) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ১৫ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"১৫. জাতিগত যাচাই-বাছাই কমিটি, বিশেষজ্ঞ আইনজীবী, অভিজ্ঞ আমলা ইত্যাদির মতো বিশেষায়িত সংস্থাগুলিকে অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে যে একজন তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া, বা বঞ্চিত বা উপজাতি ব্যক্তি কোন শ্রেণীতে পড়েন। তাই কি এটা গুরুত্ব সহকারে বলা যেতে পারে যে, যে ব্যক্তি সৎভাবে, মিথ্যাভাবে, একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সাথে আত্মীয়তার দাবি করেছেন, যা পরবর্তীতে কল্পিত তফসিলি উপজাতির নয় বরং একটি বিশেষ অনগ্রসর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছিল, তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে? আমরা মনে করি যে আইনের উদ্দেশ্য এটি নয়, এবং দত্তাত্রয়ের ক্ষেত্রে তিন বিচারকের বেঞ্চ অবশ্যই এটির মুখোমুখি হয়নি। অতএব, আমাদের মতে, আপিলকারীকে "হালবা" উপজাতির ব্যক্তিদের জন্য আরও কোনও সুবিধা প্রদান থেকে বঞ্চিত করা উচিত ছিল।"

২৪. মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত এবং বিভিন্ন উচ্চ আদালতের রায় অনুসারে জাতি যাচাই কমিটির কাছ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে বিবাদী আপিলকারীর দ্বারা উপস্থাপিত জাতি শংসাপত্রটি জাল বলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্যোগ নেন।

২৫. এই বিবেচনায়, আমাদের অভিমত যে, বিবাদীর কমিউনিটি সার্টিফিকেটের সত্যতা বা অন্যথা এবং আপিলকারী জাল কমিউনিটি সার্টিফিকেট তৈরি করেছেন কিনা তা নির্ধারণের জন্য তদন্ত পরিচালনা করার কোন এখতিয়ার এবং ক্ষমতা নেই। এই বিবেচনায়, আমরা আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলের অন্যান্য বিরোধের সিদ্ধান্ত নিচ্ছি না।

২৬. উপরোক্ত কারণে, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ, আপিল কর্তৃপক্ষ এবং সংশোধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ এবং বিজ্ঞ একক বিচারকের আদেশ বাতিল করা হল।

২৭. আপিলকারীকে বরখাস্তের তারিখ থেকে অবসর গ্রহণের তারিখ পর্যন্ত চাকরিতে নিযুক্ত বলে গণ্য করা হবে। তিনি কোনও কাজ করছিলেন না বলে উক্ত সময়ের জন্য কোনও বেতন পাওয়ার অধিকারী নন। তিনি চাকরির ধারাবাহিকতা পাওয়ার অধিকারী এবং বরখাস্তের তারিখ থেকে অবসর গ্রহণের বয়স পর্যন্ত সময়কাল পেনশন সহ টার্মিনাল সুবিধা গণনার জন্য কর্তব্যকাল হিসাবে বিবেচিত হবে।

২৮. উপরোক্ত নির্দেশাবলীর মাধ্যমে, আপিলটি নিষ্পত্তি করা হল।

আমি একমত,

(বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়) **(বিচারপতি ভি. এম. ভেলুমানি)**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal